- **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে চিরিরবন্দর, দিনাজপুর উপজেলায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ০.০৯২১, ০.০৯৬৪৭ ও ০.১১০১৬ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.০৩১৪১, ০.০৩১৭৭ ও ০.০৩৭১৮ লক্ষ।
- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০৬২২, ০.০৭৩৪ ও ০.০৭৪১ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ০.০১৭০, ০.০১৩৮ ও ০.০২৩৭ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০০৫৭, ০.০০৮৮ ও ০.০১১৩ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৫৭, ৬১ ও ৬৭টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১০০, ১২৬ ও ১১০টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ২৫, ৩০ ও ৩০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ০১, ০১ ও ০১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ০.০৮৯৪ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনয়ন এবং ০.০৩৪৭ লক্ষ সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা
- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধে ০.০৬৭১ কোটি মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ২১ ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে। রোগ প্রতিকারে ০.০০৩১ কোটি গবাদিপশু ও ০.০১১ কোটি পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ০.০০৬৫ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ৯০টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরির্দশন, ৩০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।